PCTSCN

Prevention of Child Trafficking through Community Strengthening and Networking

শিশু পাচারকে না বলুন

E- newsletter

ইস্যু ২৭ ।। ফেব্রুয়ারী ২০২০

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্স :
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপিডি
অ্যাটসেক বাংলাদেশ

সহযোগীতায়

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করনের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি

নির্বাহী সম্পাদক
এ.কে.এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট মো: রফিকুল ইসলাম খান (আলম)

প্রদায়ক
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ
মধুব্রতী দে বর্ণিল
আফিয়া খাতুন যূথি
মেহেনাজ হোসেন অনন্যা

প্রকাশক
পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

পাচার বিষয়ক তথ্য

মানব পাচার প্রেক্ষিত-

সারা পৃথিবীতেই মানব পাচার একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এশিয়ার-অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম না।মানব ও শিশু পাচার মানুষ নিয়ে বাণিজ্যের এমন একটি রূপ যার উদ্দেশ্য থাকে সাধারণত যৌনদাসত্ব, জোরপূর্বকশ্রম , বাধ্যতামূলক শোষণমূলক শ্রম ও অঙ্গপাচারের মত কার্যকলাপের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন।এটি ব্যক্তি অধিকার হরণ করে ও তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হরণ করে। পাচারের শিকার ব্যক্তিরা সাধারণত মধ্যস্বত্বভোগী দের হাতে বন্দী থাকে ও তাদের দ্বারা শোষিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার মানবতাবিরোধী এই অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সচেষ্ট। বাংলাদেশ প্রধানত মানব পাচারের উৎস দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ ট্রানজিট ও গন্তব্য-ভূমি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ইদানিং নারী ও শিশুর পাশাপাশি অভ্যন্ড়রীণ এবং আন্ড়ঃসীমান্ড় উভয় ক্ষেত্রে "শ্রম- শোষণ" এর উদ্দেশ্যে পুরুষের পাচারও বেড়ে গেছে।উলেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি পুরুষ চাকুরির মিথ্যা আশ্বাসে বিদেশে পাড়ি জমায় এবং জবরদস্তি শ্রম বা ঋণ-দাস এর মত ভয়াবহ শোষণের অমানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সাধারণভাবে প্রান্তিক জনগণের প্রতি,বিশেষত নারীর প্রতি অবিরাম বৈষম্য ও বঞ্চনা এবং জীবন–জীবিকার নিরাপত্তাহীনতা ওতপ্রোতভাবে পাচার সমস্যার সাথে জড়িত।"পাচারের শিকার ব্যক্তি দের অনেকেই ভাল চাকরি বা বিয়ের মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভন বা প্রবঞ্চনায় পড়ে। কাউকে কাউকে অপহরণ করে কিংবা জোর বা বল প্রয়োগ করে অথবা ভীতি প্রদর্শন করে পাচার/ কেনা-বেচা করা হয়,অথবা ঋণদাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।নারী ও কিছু শিশু পাচার হয় তাদের অভাবগ্রস্থ পরিবারের নিরব সম্মতিতে।

বর্তমানে মানব পাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকারকে বাংলাদেশ সরকার একটি জরুরি কর্তব্য-কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এদেশে অভ্যন্তরীণ ও উভয় প্রকার মানব পাচারই বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ পাচারের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা উন্নত জীবন ও কাজের বা বিবাহের মিথ্যে প্রলোভনের শিকার হয়ে পাচারকারী দের হাতে পতিত হয়। পাচারকারীরা তাদের যৌনশোষণ,জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি বা আগাম শ্রম বিক্রির মাধ্যমে ইটের ভাটার মতো কষ্টসাধ্য ও শোষণমূলক ক্ষেত্রে স্বাধীনতাহীনভাবে নিয়োজিতকরে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক পরিবারগুলো ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মঙ্গার মতো মানবিক বিপর্যয়ের শিকার পরিবারগুলো পাচারকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে এই পরিবারগুলোর মাঝে নারী ও শিশুরা জীবন ও জীবিকার সংকটের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তাহী-নতার পরিবেশে বাস করে। আন্তঃসীমান্ত -পাচারে, পাচারকারীদের শিকার নারী, পুরুষ ও শিশুদের গন্তব্য গ্রাম থেকে শহরের পরিবর্তে ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশপর্যন্ত বিস্তৃত হয়।আন্তর্জাতিক পাচারের ক্ষেত্রে পুরুষরাও সমভাবে ঝুঁকির মাঝে থাকে। সাধারণত ,শ্রম অভিবাসনের আড়ালে মানব পাচার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

কমিউনিটি পর্যায়ঃ

কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু কিশোর ও যুবদের প্রথমিক অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও রংপুর জেলায় স্কুল পর্যায়ে প্রচারণা, মতবিনিময় সভার মাধ্যমে শিশু, যুবা নারী ও কমিউনিটি সদস্যদেরকে যুক্ত করে হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে ই-নিউজলেটার, ওয়েবসাইট, মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে ব্যাপক পরিসওে সচেতনাতার বার্তা পৌঁছানো হবে। মানব পাচার প্রতিরোধ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রনীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর বাস্তবায়ন ও তদারকিতে স্থানীয় ধর্মীয় মুরুব্বী, স্থনীয় প্রশাসন, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, আইন সহায়তা সংস্থা প্রভৃতি পর্যায়ের ব্যক্তিদেরকে যুক্ত করা হবে। তেমনি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি Counter-Trafficking Committee (CTC), Child Labour Welfare Board (CLWB), জিও-এনজিও সমন্বয় কমিটিগুলোতে যুক্ত করা হবে। এছাড়াও, পাচারসহ বিভিন্ন পর্যায়ে জেন্ডার ও শিশু সংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রকাশনার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় মিডিয়াকে সচেতন করা। বিভিন্ন পরামর্শ/মতবিনিময় সভা, সংবাদ সম্মেলন, এডভোকেসী বিষয় নিরূপন ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে শিশুদের সরাসরি অংশগ্রহণ, স্বাধীন মতামত প্রদানের পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে যারা এই প্রকল্পের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে ভূমিকা রাখবে।

সরকারী পর্যায়ে ঃ

পাচার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা থেকে শিশু ও যুবা নারীদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সরকার এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ জেলা আইন সহায়তা কমিটি কার্যকরে জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি শিশু পাচার প্রতিরোধে লবি ও এডভোকেসীর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনী এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোকে কার্যকর করা, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও সঠিক খাতে বন্টনে প্রভাবিত করা যাবে। এডভোকেসী কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ, জাতীয় আইন সহায়তা কমিটিকে যুক্ত করা হবে । এছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ইউনিয়ান পরিষদের সদস্যরা সংযুক্ত থাকবেন যারা প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

নাগরিক সমাজ/সিএসওপর্যায়ে ঃ

মানব পাচার প্রতিরোধ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর বাস্তবায়ন, সাইভাক, Counter Trafficking Committee (CTC), Child Labour WelfareBoard (CLWB), আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি ও জিও-এনজিও সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে শিশু সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে এই প্রকল্পটি এটস্যাক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করবে। নাগরিক সমাজকে যুক্ত করে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন মতবিনিময়/পরামর্শ সভা, কনফারেন্স আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যমান আইন, নীতিমালা প্রয়োজনীয় সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানব পাচার বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও বিচারিক কার্যক্রম কার্যকর বাস্তবায়নে স্থানীয়, জাতীয় ও সার্ক পর্যায়ে নিয়মিত লবি, এডভোকেসী করা হবে। এক্ষেত্রে, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ ও বিধিমালা ২০১৭ মোতাবেক মানব পাচার দমন সংস্থা, তহবিল ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে কার্যকর করতে যৌথ পদক্ষেপসমূহকে মজবুত ও এগিয়ে নিতে ইনসিডিন বাংলাদেশ; এটস্যাক, এনএসিজি নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট নাগরিক সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করবে যা প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে ভূমিকা রাখবে।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন-২০১৯

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সিরডাপ সম্মেলন কেন্দ্রে বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবু বকর সিদ্দীকি, অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়। পাচার ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা থেকে শিশু ও যুবা নারীদের নিরাপত্তা প্রদানে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমিকা জোরালো করাএবংমানব পাচার প্রতিরোধ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও তদারকিতে ভূমিকা পালন ও জোরদার করা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ান পর্যায়ে Counter Trafficking Committee (CTC)কার্যকর ও সচল করাএবং জেলা আইন সহায়তা কমিটি কার্যকরে জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি শিশু পাচার প্রতিরোধে লবি ও এডভোকেসীর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনী এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোকে কার্যকর করা, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও সঠিক খাতে বন্টনে প্রভাবিত করা যাবে। এডভোকেসী কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ, জাতীয় আইন সহায়তা কমিটিকে যুক্ত করা হবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগন যারা প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সংবাদপত্রে পিসিটিএসসিএন

Call for ensuring social protection to prevent child trafficking

AA Correspondent

Terming child trafficking as a both national and international problem, speakers at a program called for ensuring social protection (financial and social safety net supports) to children for combating the trafficking.

Generally, children from poor families fall victim to the trafficking due to their vulnerability. If they are brought the social protection, the chance of their trafficking will be reduced to a large extent, they observed.

If steps are not taken for preventing child trafficking, all the achievements of Bangladesh would be meaningless, they observed, adding that it is the government's responsibility to ensure security to all the people.

They remarked while addressing an 'Annual Conference of PCTSCN Consortium of ATSEC Members 2019: Progress in Addressing Child Trafficking' at CIRDAP auditorium in the capital recently.

INCIDIN Bangladesh and Nari Maitree jointly organized the program supported by TdH Netherlands.

Md Abu Bakar Siddique, Additional Secretary (Political and ICT), Ministry of Home Affairs, attended as the chief guest at the first session of the conference, which was chaired by AKM Masud Ali, Executive Director, INCIDIN Bangladesh.

Ferdousi Akter, joint secretary, Public Security Division, Ministry of Home Affairs, Liesbeth Zonneveld, chef of party, Winrock International, Bangladesh, Abeda Sultana, Joint District Judge, Deputy Director, National Legal Aid Services Organization, Gaziuddin Mohammad Munir, Deputy Secretary of Ministry of Women and Children Affairs, Shaheen Akter Dolly, Executive Director of Nari Maitree, among others, spoke at the event. Kazi Reazul Hoque, former Chairman of National Human Rights Commission Bangladesh, attended as the chief guest at the concluding session of the conference.

'Include four sectors in list of hazardous works for children'

STAFF REPORTER, Dhaka

Stressing on a child-friendly protection system, the rights activists called upon the authorities concerned to include works in dried fish, domestic, brickfield and waste management sectors in the list of worst form of child labour.

Till now, 38 works have been listed as hazardous for children. It is needed to include the four sectors in that list by reviewing the current list. If the sectors are included into the list, it would be easy to monitor child labour situation there, they said while addressing a views exchange meeting.

The meeting titled 'joint advocacy event for awareness campaign/activities in collaboration with different stakeholders' was held at INCIDIN office at Mohammadpur in the capital yesterday. Many children are engaged in the country's informal sector where they work in hazardous condition, which poses mental and physical health risk for them. It would put our future generation at risk if steps are not taken for addressing the issue immediately, they added.

Referring to Bangladesh's target to totally eliminate worst form of child labour by 2021, they called for mobilisation of adequate resources and taking steps for fully implementing the Children Act 2013 for establishing the rights of children.

INCIDIN Bangladesh, Winrock International, and Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF) jointly organised the programme supported by US Department of Labour.

Social protection imperative for combating child trafficking

Terming child trafficking as a both national and international problem, speakers at a programme called for ensuring social protection (financial and social safety net supports) to children for combating the trafficking.

Generally, children from poor families fall victim to the trafficking due to their vulnerability. If they are brought the social protection, the chance of their trafficking will be reduced to a large extent, they observed, says a press release.

Stressing on child responsive protection and care, they urged all stakeholders to come forward in this regard, because it would be tough for the government to handle the issue alone.

If steps are not taken for preventing child trafficking, all the achievements of Bangladesh would be meaningless, they observed, adding that it is the government's responsibility to ensure security to all the people.

They remarked while addressing an 'Annual Conference of PCTSCN Consortium of ATSEC Members 2019: Progress in Addressing Child Trafficking' at CIRDAP auditorium in the capital yesterday.

INCIDIN Bangladesh and Nari Maitree jointly organized the programme supported by TdH Netherlands.

Md. Abu Bakar Siddique, Additional Secretary (Political and ICT), Ministry of Home Affairs, attended as the chief guest at the first session of the conference, which was chaired by AKM Masud Ali, Executive Director, INCIDIN Bangladesh.

সংবাদপত্রে পাচার

মানব পাচার মামলার বিচার হয় না

প্রথম আলো

১২ ফেব্রুয়ারী ২০২০

কক্সবাজারের রামু উপজেলার এক নারীকে নেপালে ভালো চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দিয়েছিল মানব পাচারকারীরা। ২০১৪ সালের আগস্টে তাদের খপ্পরে পড়ে ওই নারীর ঠাই হয় খুলনার একটি যৌনপল্লীতে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। পাঁচ মাস পর ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী তিন মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে রামু থানায় একটি মামলা করে মেয়ের পরিবার। ওই বছরের অক্টোবরে তিনজনকে আসামী করে অভিযোগ পত্র দিয়েছিল পুলিশ। এখন পর্যন্ত বিচার দূরে থাক, আসামীদের কেউ ধরা পড়েননি। এটির মতো কক্সবাজারের ৬২১ টি মানব পাচার মামলার বিচার কাজ এখনো চলমান। বিচার কাজের দীর্ঘ সূত্রতার কারণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে মানবপাচারকারী ও তাদের নিয়োজিত দালালরা। আর পাচারের শিকার ভুক্তভোগী পরিবারগুলো রয়েছে দুর্বিষহ যন্ত্রনায়। আইনজীবি, মানবাধিকার ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূল দিয়েএকের পর এক মানব পাচারের ঘটনা ঘটছে। কক্সবাজারের ১২০কিলোমিটার সাগর উপকূল সন্ধ্যার পর অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এ সময় বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে মানব পাচারের ঘটনা ঘটলেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। মূলত শীত মৌসুমে সাগর শান্ত থাকার সুযোগে মানব পাচারক-ারীদের তৎপরতা বেড়ে যায়। বর্তমানে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে বিভিন্ন সময়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা। ছেলেদের চাকরি ও মেয়েদের বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পাচারের চেষ্টা করা হয়। বিচার শেষ হয়নি ৬২১ মামলার।

7 special tribunals soon for human trafficking cases

The independent
26 January 2020

For the first time, the government is going to set up special human trafficking tribunals in seven divisional cities to speed up the trial procedure and ensure justice within the shortest possible time. Seven such tribunals would be set up in seven division cities—Dhaka, Chattogram, Rajshahi, Khulna, Sylhet, Rangpur, and Barisal, sources in the law ministry said. Apart from setting up the human trafficking tribunals, the government is also going to set up five more special anti-terrorism tribunals in five division cities—Rajshahi, Khulna, Sylhet, Rangpur and Barisal—for quick disposal of militancy and terrorism cases. Law ministry sources said the public administration ministry and the finance ministry have already approved the proposal of the law ministry regarding the creation of relevant posts, including those of judges, for the formation of the special tribunals.

পরিসংখ্যান

বিজিবি তথ্যসূত্রে

ভারত হতে প্রায় ৪১ বাংলাদেশী নাগরিক জানুয়ারী ২০২০ বাংলাদেশে ফিরে এসেছে।
সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক আটকের সংখ্যা ২ এবং থানায় সোপর্দের সংখ্যা ২।

মাসের নাম	পাচারকালে উদ্ধারকৃত পুরুষ,নারী ও শিশুর পরিসংখ্যান ২০২০			
	পুরুষ	নারী	শিশু	মামলা
জানুয়ারী	২৪	০৪	০২	২৬

মাসের নাম	বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান ২০২০	
	আটকের সংখ্যা	সোপর্দের সংখ্যা
জানুয়ারী	২৫	২৫

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

ইনসিডিন বাংলাদেশ : ০১৭২০৩০৯২৭৯
নারী মৈত্রী : ০১৭২৭৩৭০০৪৬
সিপিডি : ০১৭৪৩৬৩৯০৬৩

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
E-mail : pctscn@gmail.com
Contact no:
Adv. Md Rafiqul Islam Khan Alom
+8801720309279